R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
১৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২২শে ভাদ্র বুধবার, ১৪১৭।
৮ই সেপ্টেম্বর ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

প্রণব মুখার্জীর বাড়ী তৈরী হচ্ছে প্রায় চার বিঘা জায়গা নিয়ে শহর ছাড়িয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের সাংসদ ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর রঘুনাথগঞ্জ শহরের বাসস্থান উঠে যাওয়ার পর এলাকার মানুষের সাথে তাঁর যোগাযোগ সে রকম নেই বললেই চলে। অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রণববাবু তাঁর নির্বাচনী এলাকায় গণসংযোগ অব্যাহত রাখতে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের কানুপুর পঞ্চায়েত অফিসের সামনে প্রায় চার বিঘা জমি নিয়েছেন। জমি রেজেষ্ট্রি হয়েছে প্রণববাবুর শ্যালকের স্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা শুভ্রা ঘোষের নামে বলে খবর। সেখানে বাউণ্ডারী ওয়াল ও পুকুর খননের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এর দেখভালের দায়িত্বে আছেন হাওড়া বিড়ির অন্যতম পরিচালক সাজাহান বিশ্বাস। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, কলকাতার এক কনস্ট্রাকশন কোম্পানী এই কাজের প্ল্যান ও এষ্টিমেট জমা দিলে তা নাকি প্রণববাবুর পছন্দ হয়নি। পরবর্তীতে অন্য এক কোম্পানীর প্ল্যান মতো সেখানে মেন গেটের পাশে 'সিকিউরিটি জোন' তৈরী হবে, তার কিছুটা দূরে বাংলো এবং মনোরম বাগান ও পুকুর থাকবে। প্রণববাবুর আবাসন তৈরীর তোড়জোড়ে সোনাটিকুরী মৌজায় দোফসলী জমিগুলো চড়া দামে কাঠায় বিক্রী হতে শুরু করেছে। সুযোগ সন্ধানীরা বিঘার পর বিঘা জমি কিনে রাখছে ভবিষ্যতে মুনাফা লোটার আশায়।

রাজা আসে রাজা যায়, শুধু পতাকার রঙ বদলায়

বিশেষ প্রতিবেদক : গ্রাম বললে যে ছবিটা চোখের সামনে ভাসে, উন্নয়নশীল ভারতে সেটা এখন অতীত। কিন্তু রাজ্যের সর্বত্র যে এটা সত্যি নয়, তার প্রমাণ সারা শরীরে ধরে রেখেছে সামসেরগঞ্জ ব্লকের কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের রতনপুর গ্রাম। আধুনিকতার হাওয়ায় গ্রামে ডিস টিভি, নানা কোম্পানীর মোবাইল ঢুকে পড়েছে। কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ রাস্তায় আজ পর্য্যন্ত পিচ পড়েনি। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কামাত, কাঞ্চনতলা, তারবাগান, হিজলতলা, সমসেরগঞ্জ, পাহাড়ঘাটী, বেতবোনা ও দিঘড়ী প্রভৃতি অজ গ্রামগুলিকে ধুলিয়ান পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সদর ধুলিয়ান থেকে বহরমপুর, কলকাতা, মালদহ ইত্যাদি জায়গায় যেতে হলে এই রতনপুর গ্রামের মধ্য দিয়েই আসা যাওয়া করতে হয়। সরকার একটি কোণে রতনপুর গ্রামটিকে গ্রামপঞ্চায়েত করে রাখার সুব্যবস্থা করেছে। কি কি নেই আর কি কি আছে তার হিসেব দাখিল করতে বললে যা পাওয়া যাবে, তাতে নেই এর তালিকায় পাকা রাস্তা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ পরিষেবা, সর্বোপরি সুস্থ জীবন যাপনের পরিবেশ ও পদ্ধতি আছে। আছের তালিকাটাও বড় মজার। সন্ধ্যে নামতেই গোটা গ্রাম দুষ্কৃতীদের বিবরণভূমি ; আছে চুরি-ছিনতাই, নেশার দ্রব্যের অবাধ লেনদেন, রাজনৈতিক সংঘর্ষ। অথচ হেলদোল নেই ব্লক, প্রশাসন বা পুলিশের। বাসিন্দাদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় ৩৩ বছর পেরিয়ে গেছে। অথচ রতনপুর গ্রামের হাল বদলায়নি। এখানে একচ্ছত্র রাজত্ব চালিয়েছে কংগ্রেস। এখন লাল পতাকাওয়ালারা রাজ (শেষ পাতায়)

উগ্রপন্থীদের পে কমিশন

কৃশানু ভট্টাচার্য্য : শান্ত কাশ্মীর আপাততঃ অশান্ত। এ দল ও দল কোন্দল করতে করতে সর্বদল বৈঠকের পথে রাজনৈতিক নেতারা। কারফিউ চলছে, কারফিউ শিথিল হচ্ছে – এখন ২৪ ঘন্টা সংবাদ পরিবেশনের চ্যানেলগুলোর হৃদয়ভঙ্গকারী সংবাদ। বিশ্বকাপ শেষ হলেই এনিয়ে নানা ধরনের জাবরকাটা শুরু হয়ে যাবে। হাজির হবেন চিত্রশিল্পী, নাট্যকার, সংগীত শিল্পী, অর্থনীতিবিদ আর রাজনৈতিক নেতারা। কেউ কেউ আবার হাজির করবেন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের। সবাই মিলে খুঁজবেন অশান্তির উৎস। এটাই সময়ের রীতি।

কিন্তু এই ভিড়ে হারিয়ে যেতে পারে দুটো খবর। প্রথম খবর এসেছিল ২৭শে মার্চ। প্রতিদিন হাজার হাজার খবর সংবাদপত্রের দপ্তরে পাঠায় পি.টি.আই, ইউ.এন.আই. এর মত সংবাদ সংস্থা। সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ যে যে খবর পছন্দ করেন আমরা তো তাই পড়তে বাধ্য হই। তাই এ খবর আমরা কেউ পরি নি। তবে খবর তো খবরই। তার অস্তিত্ব তো অস্বীকার করা যাবে না। খবর ছিল পি.টি.আই এর এক সংবাদসূত্রের কাছে আই এস আই নামক পাক গোয়েন্দা সংস্থার দায়িত্বশীল প্রতিনিধি জানিয়েছেন তারা ভারতে যেসব উগ্রপন্থীদের নাশকতা করার জন্য পালন করছেন তাদের এবারে নিজেদের যোগ্যতায় প্রমাণ দিতে হবে। বছরের পর বছর ধরেই এরা পাক গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে মাসে মাসে বেতন পান। এর মধ্যে রয়েছে শিখ উগ্রপন্থী সংগঠন বাব্বর খালসার উল্লেখযোগ্য নেতারা। এরা অনেকদিন কোনো কাজ (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

গৌতম মনিয়া

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে ভাদ্র বুধবার, ১৪১৭

জেরবার জনজীবন

আজকাল ট্রেনে, বাসে, বাড়িতেই ছিনতাই-ডাকাতি যেমন আকছাড় ঘটিতেছে, তেমনই ব্যাঙ্ক-ডাকাতিও অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে দুষ্কৃতীদের হাতে মানুষের প্রাণ যাইতেছে। জঙ্গিপনা, সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাণবলি ঘটিতেছে ; ধনসম্পত্তির বিনাশ হইতেছে। বস্তুত, আজ সারা পৃথিবী যেন এক অস্থিরতার মধ্য দিয়া চলিতেছে।

বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যাঙ্কের সঙ্গে জনসাধারণের আর্থিক লেনদেন হইয়া থাকে। টাকা জমা রাখিয়া তাহার সুদ দিয়া বহু কাজ করা হয়। বাসগৃহ তৈয়ারী, চাষের কাজে, ব্যবসায় পরিচালনায় ইত্যাদিতে ব্যাঙ্কে গহনা বন্ধক রাখিয়া টাকা লওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ে সুদসহ সে ঋণ পরিশোধ করা হয়। সোনার গহনাপত্র ব্যাঙ্কের লকার ভাড়া লইয়া রাখিবার ব্যবস্থা অনেকেই করেন ; গহনাপত্রের নিরাপত্তা বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কসমূহ আর্থিক লাভালাভের দিকে নজর রাখিয়া লেনদেনের কাজকর্ম চালাইয়া থাকে। ইদানীং ব্যাঙ্ক-ডাকাতি যে হারে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে জনসাধারণের দুশ্চিন্তা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঙ্ক-ডাকাতির সংখ্যা বোধ করি বেশী। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ডাকাতি করিয়া টাকা-পয়সা লুট হইতেছে, এইরূপ সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যায়। দুষ্কৃতীরা কখনও এ্যামবাসাডরে, কখনও মোটর সাইকেলে করিয়া লক্ষ্যস্থলে হানা দিতেছে। এবং টাকা পয়সা লইয়া চম্পট দিতেছে। অপরাধীদের হদিশ সব সময় মিলিতেছে, এমন নহে। অর্থাৎ অপরাধ সংঘটিত হইতেছে ; কিন্তু অপরাধের কুলকিনারা তদনুপাতে হইতেছে না। যখন-তখন, যত্র-তত্র ব্যাঙ্ক-ডাকাতি হইতেছে। দুষ্কৃতীরা ভোজালি, আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি লইয়া চড়াও হইয়া প্রাণের ভয় দেখাইয়া স্বকার্য সাধন করিয়া থাকে।

ভারত জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে, মৌলবাদীদের বিভিন্ন বায়নাক্কায়, ছিনতাই-ডাকাতিতে, দলবাজিতে এবং আরও নানাবিধ কারণে জেরবার হইয়া পড়িতেছে। সুদিনের আশায় মানুষ কত অপেক্ষা করিবে ?

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

অন্ধকার ষ্টেশন

জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনের গুরুত্ব আজ অনেক দিক থেকে বেড়ে গেছে, অথচ লোড সেডিং এর রাতে এখানে জেনারেটরের কোন ব্যবস্থা নেই। দীর্ঘ লম্বা প্ল্যাটফরমে অন্ধকারের মধ্যে যাত্রীসাধারণকে ছটোছুটি করে ট্রেণ ধরতে হয়। এছাড়া ত্রুটিপূর্ণ মাইকে ঘোষকের অস্পষ্ট প্রচারও যাত্রীদের বেশীরভাগ সময় অসুবিধায় ফেলে। এ সব কিছু রেল কর্তৃপক্ষকে দেখা জরুরী প্রয়োজন।

রীতা নাসরিন, জঙ্গিপুর

ঈদ্-উল্-ফিৎর্

আবদুর রাকিব

১। 'ঈদ্' আরবি শব্দের অর্থ 'উৎসব' (Festival)। আর 'ফিৎর্' -এর অর্থ 'ভঙ্গ করা' (to break)। ঈদ-উল-ফিৎর 'রোযা বা উপবাস ব্রত ভঙ্গ করার উৎসব' (The festival of fast breaking)।

ইসলামি বিধানে, হিজরি বর্ষের ৯ম মাস, 'রমযান', রোযার জন্য নির্দিষ্ট। রোযা মানে স্রেফ পানাহার থেকে বিরত থাকা নয়, সর্বমাত্রিক সংযম। 'রমযান' বস্তুত পরিশ্রুত জীবন সাধনার একটি প্রতিকী মাস। রমযান পরবর্তী শওয়ান মাসের ১ম দিনে ঈদ্ উদযাপিত হয়।

তো, রোযা ও ঈদ পরস্পরের অঙ্গ ও অনুষঙ্গ, এক অবিভাজ্য সংস্কৃতি। ঈদ আসে মাসব্যাপী উপবাসের ব্রতের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে, ব্রতমুক্তির আনন্দবার্তা নিয়ে, পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেট দিতে। তাই রোযা নেই তো, ঈদও নেই। সবদিকদ দিয়ে সচল ও সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও, রমযানে যে রোযা রাখেনা, তার জন্য ঈদ নয়। এর সত্যিকারের উপভোক্তা সে, যে রোযা রাখে। রমযান শেষের সান্ধ্য (পশ্চিম) আকাশে, বাঁকা খেজুর পাতার মতো, শওয়ালের একফালি চাঁদের ঝিলিক দেখা মাত্র তার সমগ্র চৈতন্যজুড়ে, আনন্দানভুতির যে তির্ তির্ কাঁপন শুরু হয় বর্ণ শব্দ বাক্যে তা প্রতিবর্ণিত নয়। এবং তার কোনও প্রতি তুলনাও হয় না।

২। ঈদ শুরু হয় সম্মিলিত নামায দিয়ে। এর সামাজিকীকরণও তখন শুরু হয়ে যায়। ঈদের নামায মসজিদে পড়া চলে বটে, কিন্তু বাড়তি বৈচিত্র্য ও মাত্রা আসে, যদি তা পড়া হয় গ্রাম বা শহর প্রান্তের খোলা আকাশতলের কোনও খোলা মাঠে, প্রকৃতিলগ্ন হয়ে। [তেমন উন্মুক্ত প্রার্থনাস্থলকে বলা হয় ঈদগাহ।] নামাযের জন্য ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়াও এক বর্ণময় অভিসার, যখন স্রষ্টা, প্রভু ও প্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে যে কোনও বিশ্বাসী মন। চোখের পাতা ভিজে যায়, থেকে থেকে, বারবার। আর সম্মিলিত নামায আসলে এক মিলন মেলা। আর নামায শেষে শুরু হয় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের বুকে বুক মিলিয়ে পরিচ্ছন্নভাবে বেঁচে থাকার প্রাণময় সংস্কৃতি, যা আসলে জীবন-

(৩য় পাতায়)

ছাত্রীর মৃত্যুকে ঘিরে পুলিশের গুলিতে তিন ছাত্র জখম

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী থানার মুরারিপুকুর হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী খাদিজা পারভিন গত ২৭ আগষ্ট লরি চাপা পড়ে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর মারা যায়। ছাত্রীটি বামুহা গ্রামের বাড়ী থেকে স্কুল আসছিল। ট্রাকটি পালিয়ে যায়। পুলিশ মৃতদেহ নিয়ে যেতে গেলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বাধা দেয়। এই নিয়ে খণ্ডযুদ্ধ বাধলে পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে তিনজন ছাত্র জখম হয়। তাদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ এই ঘটনায় বাইশ জনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশী আতঙ্কে বহু মানুষ বর্তমানে গ্রাম ছাড়া।

ছোট অনুষ্ঠান বহুতর সমস্যা

স্মরণ দত্ত

"তুমি চালিয়ে যাও – আমরা পাশে আছি" – বলেন যাঁরা – তাঁরা নির্ভেজাল মিথ্যেবাদী। "তুমি আছ বলেই অনুষ্ঠানগুলো এখনও হচ্ছে। খুবই প্রয়োজন রয়েছে।" – ঘাড়ে হাত রেখে বলছেন যাঁরা তাঁরা মিথ্যে আশ্বাসে মন ভরাচ্ছেন।

আসলে পাশে দাঁড়াতে মানুষ ভুলে গিয়েছে। সহযোগিতার হাত বাড়াতে মানুষ কার্পণ্যবোধ করছে। "ও দু'পা এগিয়ে গেল। আমি পিছিয়ে গেলাম" – এই হীনমন্যতায় মানুষ ভুগছে। আর্থিক সাহচর্য হয়তো কিছুটা পাওয়া গেলেও যায়, কিন্তু হার্দিক উপস্থিতির সাহচার্য্য – নৈব নৈব চ'।

সাংস্কৃতিক সংস্থা পরিচালনা করেন যাঁরা, তাঁরা অনেক ঋষি মনীষী কবি সাহিত্যিক বিপ্লবীদের স্মরণ শ্রদ্ধার্ঘ অথবা বার্ষিক অনুষ্ঠান করতে গিয়ে যেভাবে মুখ থুবড়ে পড়েন, যেভাবে নানা কথার শেলবানে জর্জরিত হন, অনুষ্ঠানের স্থান নির্বাচনে আর্থিক সংকুলান জোগাতে যেভাবে জর্জরিত হন এবং সবচেয়ে বড় কথা নিঃস্বার্থভাবে "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে" – এই আহ্বানে আস্থা রেখে কোনো স্মরণ অনুষ্ঠানের জন্য পথে পথে একটুকরো নেমতন্নপত্র নিয়ে গলায় গামছা দিয়ে দরজায় দরজায় হাজির হয়ে প্রায়শই যেভাবে হাসি মস্করার পাত্র হন, (যেন অপরাধী) (একজন উঠতি সাংবাদিকের মন্তব্য – আপনার কার্ডটাতো পয়লা বৈশাখের কার্ড হয়েছে) সেই নিরিখে মাঝে মাঝে শক্তপোক্ত মনের তীরেও বারবার জলদাপটের আছাড় খেতে খেতে একসময়ে ভাঙনের রেখা দেখা দেয়।

এরপর আসে মঞ্চ সমস্যা। ছোট অনুষ্ঠান করার জন্য রবীন্দ্রভবন ব্যবহার করতে গিয়ে ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যায়। যদি ইচ্ছে হয়, একবছরে শুধু মূলতঃ রবীন্দ্র, নজরুল, সুকান্ত, বর্ষবরণ, বর্ষাবরণ, বিবেকানন্দ অথবা নেতাজীবরণ, কোনো মনীষীর শতবর্ষ, সংস্থার বার্ষিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি পালন করবো (অন্যান্যদের স্মরণে আনা তো বিস্মৃত প্রায় হয়ে গিয়েছে) তাহলে প্রতি অনুষ্ঠান বাবদ কমপক্ষে ৩০০০ / ৪০০০ টাকা খরচ করা এবং এই অর্থ জোগাড় করা ভয়ানকতম দুষ্কর। তাই সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না। কারবার আছাড় খায় অনুষ্ঠান করার যত স্বপ্ন ইচ্ছা বাসনাগুলো।

সদরঘাটে দাদাঠাকুর মুক্ত মঞ্চ তৈরীর সময় অনেক আশ্বাস জেগেছিল বা মনে বুকে ভরসা একটা জেগেছিল। হয়তো ছোটখাটো অনুষ্ঠানগুলো এবার নতুনভাবে করা সম্ভব হবে অল্প পুঁজিতে। কয়েক বছর যেতে না যেতেই দাদাঠাকুর মঞ্চ চরমতম অবহেলিত, উপেক্ষিত। না হয় রক্ষণাবেক্ষণ, না থাকে কোনো তদারকি। এতটাই ভগ্নদশা এখন যে দাদাঠাকুর মঞ্চ নামটাই প্রায় অবলুপ্তির পথে। সামনের বিশাল গেটটি খুলবার জন্য দু'জন মজুরের প্রয়োজন হয়। খরচা হয় প্রায় ২০০ টাকা। খুলতে গিয়ে বড় কোলাপসিবল্ গেটের টুকরো টুকরো ভগ্ন লোহার অংশ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ে। শত শত পায়রার

(৩য় পাতায়)

ঈদ-উল-ফিৎর্

(২য় পাতার পর)

সংস্কৃতিরই অন্য নাম।

ঈদ সংস্কৃতির সামাজিকীকরণের সেরা মাধ্যম হল দান 'ফিৎর'-এর মধ্যেই যার ব্যঞ্জনা নিহিত। [মূল শব্দ 'ফিৎরাৎ'] এই জন্য ঈদ-উল-ফিৎরকে দানের উৎসবও (The festival of charity) বলা হয়।

দানের তো কোনও সীমা-পরিসীমা থাকে না। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা ন্যূনতম পরিমাণের উল্লেখ থাকে। সেটা হল আরবীয় ওজনের ১/২ 'সা'। আমাদের ওজনে হবে কম-বেশি দু'কিলো। প্রতিটি সক্ষম মুসলিম পরিবারকে ঝি-চাকরসহ সমূহ সদস্যের জন্য, মাথা পিছু দু'কিলো হারে গম, যব ইত্যাদি খাদ্যশস্য বা তার অর্থমূল্য গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলি করতে হয়, যেন কেউই ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়। একে বলে 'ফিৎরা', যা এক ধরনের মাথাপিছু কর (Toll tax)। [খোরমা, কিসমিস ইত্যাদিও দেওয়া যায়। সেখানে অবশ্য পরিমাণের তারতম্য থাকে। আর 'সক্ষম' হওয়ার ইসলামি মাপকাঠি হল, সারা বছরের সমূহ খরচ বাদে কারও সঞ্চয়ে যদি থাকে ৭১/২ তোলা সোনা, বা ৫২১/২ তোলা রূপা ; বা সেগুলি অর্থমূল্য (money value), তবে সে 'সক্ষম']

খাদ্যশস্য, ফলমূল, টাকাকড়ি যাই হোক না কেন, সামর্থ ও ইচ্ছা থাকলে, দিব্যি দেওয়া যায়। কিন্তু সবচেয়ে কঠিন কাজ হল নিজেকে দেওয়া। কেননা, সেখানে থাকে ইগো (ego) বা অস্মিতা, বা মানুষকে সহজ, সাবলীল ও সহৃদয় হতে দেয় না। রোযা শেষের শব্দের ঈদ সেটা কেড়ে নিয়ে মানুষকে সুন্দর করে। সেও তখন নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। কবি নজরুল তাঁর গানে ঈদের এ নিউক্লিয়াস (nucleus) কে ভাষায়িত করেন এভাবে ; 'ও মন রমজানের ঐ রোযার শেষে এল খুশীর ঈদ্। / তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাগিদ্।।'

৩। রোযা ও ঈদ ইসলামি ইতিহাসের একটি মাইল ফলক। ইসলামের নবী, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নবী হিসেবে মনোনীত হন ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর জন্ম শহর মক্কায় তিনি ইসলাম প্রচারও শুরু করেন। কিন্তু প্রবল বিরোধিতার সম্মুখিন হন। অগত্যা, ১৩ বছর পরে, ৬২২, ২৩-এ চলে যান। ইয়াসরিবে [পরে যার নাম হয় নবীর শহর মদিনাতুন্নবি, সংক্ষেপে মদিনা'।] তাঁর এ ঐতিহাসিক নিষ্ক্রমণকে বলে 'হিযরত'। আর ওই থেকে হিজরি সনের সৃষ্টি। তো, ২য় হিজরিতে রোযা ও ঈদের বিধান চালু হয়। এবং প্রথম ঈদের দিনে, ওই অবধি মুসলিম জনসংখ্যার একটি তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়। সেই থেকে শুরু হয় লোকগণনার পরম্পরা – সভ্য পৃথিবী যা সানন্দে গ্রহণ করে। [লোক গণনাকে 'আদমসুমারি'ও বলে, যা আরবি শব্দ স্থাপনা।] ওই সময়, মদিনা নগর রাষ্ট্রের জন্য একটি সংবিধানও রচিত হয়। ৫২টি ধারা সম্বলিত সংবিধানটির চরিত্র ছিল ধর্ম নিরপেক্ষ, যাতে বলা হয়, যে যার ধর্ম পালন করবে, কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করবে না। সামাজিক নাগরিক ক্ষেত্রে সকলের থাকবে সমান অধিকার, ইত্যাদি। আধুনিক পৃথিবী ইসলামের এ প্রাথমিক লিখিত সংবিধানকেও অনুসরণ করে।

ইসলাম-পূর্ব আরবে দুটি উৎসব চালু ছিল। যথা, 'নিরূয' 'মেহেরজান'। শব্দ দুটি আরবি নয়, ফারসি 'নওরোয' ও 'মেহেরজান' শব্দের আরবি অপভ্রংশ। তার মানে, উৎসব দুটি উৎপত্তি আরবে নয়, ইরানে। তখন উৎসবের অনুষঙ্গ ছিল নর-নারীর সম্মিলিত নাচ, গান, মদপান, জুয়োখেলা ইত্যাদি নানান ধরনের অশালীন আমোদ-প্রমোদ। তাঁর মঙ্গলময় নৈতিক করস্পর্শে সে দুটি আজ অগ্নিদাহশধিত স্বর্ণ ঈদ্-উল্-ফিতর ও ঈদ্-উল-আয্হা। ['রমযান' রময ধাতুজাত, যার অর্থ 'পোড়ানো'।]

সুকান্ত স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : খোলা রাস্তায় কবি সুকান্তকে স্মরণ করলো রঘুনাথগঞ্জের প্রতিশ্রুতি আবৃত্তি অনুশীলন কেন্দ্র গত ১৬ আগষ্ট সন্ধ্যায় সদরঘাটে। কবি সুকান্তের জীবনদর্শনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন শিক্ষাব্রতী অরুণকুমার সেনগুপ্ত, সুকুমার সেন। আবৃত্তি পরিবেশনে সমর ঘোষ এবং অগ্নিমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাড়া জাগান। শিক্ষক মানিক চট্টোপাধ্যায় এবং অজিত দাস সুকান্ত কবিতার উপর সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় সংস্থার শিশুশিল্পী অনন্যা দাসের ভূমিকা ছিল অনবদ্য। কবি সুকান্তের উপরে অনুষ্ঠানের আয়োজনে স্মরণ দত্তের উদ্যোগ সকলের কাছে প্রশংসিত হয়।

হতদরিদ্র অঙ্কু দাসদের কথা কেউ ভাবে না

নিজস্ব সংবাদদাতা : অঙ্কু দাস পিং উঁপেন দাস এবং গঙ্গা দাস স্বামী অঙ্কু দাস, দু'জনেই ষাটোর্ধ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। আজ তাদের মাথার উপর ছাদ নেই। একমাত্র সুযোগ্য পুত্রের অকাল প্রয়াণে তারা নিতান্তই অবহেলিত। কখনো বিধবা পুত্রবধূর কাছে কখনো বা বিবাহিতা কন্যার বাসায় কোনক্রমে দিনগুজরান। এমন কী তাদের কোন ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড পর্যন্ত নাই। প্রথমে তাদের স্থানীয় মাড়োয়ারী পট্টির গঙ্গার ঘাটে বাস ছিল। সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে কয়েক বছর এধার-ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'কবে শেষ ভোট দিয়েছেন'? প্রশ্নের উত্তরে অঙ্কু জানান ইন্দিরা গান্ধী মরার পর যে ভোট হয়েছিল তাতে ভোট দিয়েছিলেন। সেই মোতাবেক ১৯৮৪ সালের তৎকালীন ৫৪ নং জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অংশ নং ১৩৫ ক্রমিক নং ২৮৫ ও ২৮৬ তে তাদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্তু কেমনভাবে তাদের নাম 'ডিলিট' হয়ে গেল সে তথ্য তাদের কাছে অজানা। এরপর থেকে কবার তারা নতুনভাবে নাম তোলার আবেদন করেন; কিন্তু আইনের বেড়াজালে তাদের আবেদন না মঞ্জুর হয়। স্থানীয় কিছু সমাজসেবী যুবকের প্রচেষ্টায় বিষয়টা জানিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের নিকট একটা আবেদন করা হয়েছে। এবং সম্প্রতি যে ভোটার লিস্ট সংশোধনের কাজ চলছে তাতেও অঙ্কু দাস আবেদন করেছেন। এবং তারা ৩১-৭-২০১০ তারিখের শুনানীর দিন হাজিরও ছিলেন। এখন দেখার বিষয় এই যে, তাদের দুরবস্থার কথা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ছোট অনুষ্ঠান বহুতর সমস্যা

(২য় পাতার পর)

বিষ্ঠায় মঞ্চের উপর ২/৩ ইঞ্চি পুরু আস্তরণ, তা দূর করতেও লেবার-এর প্রয়োজন হয়, সেখানেও খরচা। লাইট, মাইক, মঞ্চপর্দার ব্যবস্থা নিজ খরচায়। সামলাতে গিয়ে "নাঃ আর পারা যাবে না" – এরকম ইচ্ছে মনের মধ্যে সংগোপনে বাসা বাঁধে। শুধু বছরে একবার ভুরি ভুরি অর্থের প্রলেপ লাগিয়ে এবং আমলাবাবুদের কল্যাণে দাদাঠাকুর মঞ্চ সেজে ওঠে দীর্ঘ সাঁতার রেসের অনুষ্ঠানে। আর আমাদের মতো ক্ষুদ্র আয়োজনে কোনওমতে নজরুল / সুকান্ত / নেতাজী স্মরণ অনুষ্ঠানে হাত জোড় করে বাড়ী বাড়ী গিয়েও গোটাকুড়ি আসন না ভরলেও মিউজিক দাপানো নাচ হুল্লোড়ে মাতানো, হরিলুটের মতো টাকা ছড়ানো অনুষ্ঠানে দাদাঠাকুর মঞ্চের ব্যাপক তল্লাটে তিলধারনের জায়গা থাকে না।

প্রসঙ্গের বাইরে হলেও বলতে দ্বিধা নেই – রবীন্দ্রভবনের অন্তরেও কিন্তু উইপোকার অবাধ বাসা এবং তা যে ভয়ংকরভাবে বিস্তার লাভ করে চলেছে মঞ্চের কাঠের চতুর্দিকে, পর্দায় এবং তা যে আগামীতে কোথায় পৌঁছবে বলার নয়। সেক্ষেত্রে শহরের একটিমাত্র সাংস্কৃতিক তীর্থের আস্তানাও কি নিঃশেষিত হবে ? কিন্তু কেন কেন ? কেন এমন হচ্ছে ? দু'হাত দূরেই তো বহরমপুরের রবীন্দ্রসদন। তাদের পরিচালনগত দক্ষতার সুচিন্তিত ধারা আছে। পরিকাঠামোগত মজবুত ভিত্তি আছে। শুধু রবীন্দ্রসদনের উন্নতিকল্পেই তারা বছরে নানা বেসরকারী অনুষ্ঠান করেন। সুনামী শিল্পীদের অনুষ্ঠানের আর্থিক টাকায় রবীন্দ্রসদনের উন্নয়ন ঘটান সারা বছরব্যাপী। সরকারী অনুদান তো রয়েছেই। এখানে শুধু রবীন্দ্রসদনের উন্নতিকল্পে সুনামী শিল্পীদের (যেমন নচিকেতা / সুমন / ইন্দ্রনীল / ব্যাণ্ডের গান / ম্যাজিক শো) অনুষ্ঠান করে এবং রবীন্দ্রসদন কমিটির মাধ্যমে সেই সংযোজিত অর্থে সদনের উন্নতি সাধিত হয়। এখানে নয় কেন ?

বিষয়বস্তুর মূলস্তরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করি – এ শহরে বছরে বিভিন্ন ছোট্ট ছোট্ট স্মরণ শ্রদ্ধার্ঘের মতো নানা অনুষ্ঠান প্রতিনিয়ত মঞ্চস্থ করবার জন্য স্বল্প খরচায় অনুষ্ঠান করার চিন্তাভাবনা কেন হবে না ? যখন এখানে ওখানে সাংস্কৃতিক বৈঠকে বসলেই কথায় কথায় বলি "সময়টা অবক্ষয়ের, সবকিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিস্যু হবে না" – তাদের মধ্য থেকেই তেড়ে ফুড়ে উঠে যখন নিতান্ত পাগলামিতে গা ভাসিয়ে আর বনের মোষ তাড়িয়ে যারা কিছু 'করতে' চাইছে তাদের পাশে দাঁড়াবে কে ? দায় কার ? আপনারও নয় কি ? এরপর পাগলামিটুকুও কতক্ষণ মাথায় ভর করবে ? প্রদীপের নিঃশেষিত আলোর মত গুটি গুটি পায়ে যাঁরা সংস্থা চালাচ্ছেন তারা প্রতিকূলতায় সাঁতার কাটবেন আর কতক্ষণ ? কি বলছেন ? আগামী প্রজন্ম হাল ধরবে ? হাঃ হাঃ হাঃ

পুরাতনী

দেশবন্ধুর বাণী

যতদিন পর্যন্ত বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন না হবে, অথবা যতদিন গবর্ণমেন্টের সহিত এদেশের লোকের কোন রফা বন্দোবস্ত না হয় ততদিন স্বারাজ্যদল স্থায়ী-অস্থায়ী সকল প্রকার মন্ত্রী সভার গঠনে যথাসাধ্য বাধা দিবে।

অন্যান্য দলের সদস্যগণের সম্বন্ধে দেশবন্ধু বলেন – দুইজন ব্যবস্থাপক সভার সদস্যও আরও বহু সংখ্যক যুবক কর্মীর কারাগারে থাকা সত্বেও আত্মসম্মান জ্ঞানবিশিষ্ট কোন ভারতবাসী কিরূপে মন্ত্রীত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হইতে পারেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

মোহ ! ধনের মোহ !! দেশের লোকের কলেজা নিঙরান টাকা নিয়ে ভুঁড়ি ফুলিয়ে দেশের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গার প্রলোভন কি সহজে ত্যাগ করা যায় ? যে টাকাকে ভালবাসে না টাকাও তাকে ভালবাসে না। 'হাতীকী দাঁত মরদ কী বাৎ' একথার কোন মূল্য নেই।

[জঙ্গিপুর সংবাদ, প্রকাশকাল-১৩৩১]

উগ্রপন্থীদের পে কমিশন

(১ম পাতার পর)

করে না। এদের নেতা ওয়াধা সিং ও পারমিন্দর সিং'কে কমনওয়েলথ গেমসের আগেই নতুন দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশে নাশকতা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের কোটলী শহরে লস্কর-ই-তৈবা ও হিজবুল্লা মুজাহিদিনের উগ্রপন্থীদের একটা সভা করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আর বিশ্রাম নয়। এবারে কিছু একটা করতেই হবে। লস্কর কমাণ্ডার আবদুল ওয়াহিদ কাশ্মীরি ও হিজবুল সুপ্রিমো সৈয়দ সালাউদ্দিন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বলে খবর। এদের উপস্থিতিতেই আই.এস.আই-এর প্রধান আধিকারিক ভারতের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণার নির্দেশ দেন।

এই বৈঠকে দাবী উঠেছিল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির নিরিখে উগ্রপন্থীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করা হোক। দু'মাস বাদে ২২শে মে সংবাদ সংস্থা সূত্রেই জানা যায় জম্মু ও কাশ্মীরের উগ্রপন্থীদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে। উগ্রপন্থীদের মাসিক বেতন হবে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা। এরা আগে পেতো মাসে ৫ হাজার টাকা। এছাড়া বাড়ীর বাইরে থাকার জন্য এরা যে অতিরিক্ত মাসিক ১৮০০ টাকা ভাতা পেতো তা ২৪০০ টাকা হবে। বর্তমানে আই এসআই ৭০০ জন উগ্রপন্থীকে বেতন দেয়। লস্কর-ই-তৈবা নেতা ফুরকানকে পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে ভারতীয় কাশ্মীরে পাঠানো হয়। নাশকতার পরিচালনায় এক দিকের দায়িত্বে থাকবেন এই ফুরকান। চার বছর বাদে লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গী ফুরকান কাশ্মীরে ফিরে এসেছে। এছাড়াও যে ৩০০০ কাশ্মীরি জঙ্গি যারা ভারত থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে আশ্রয় নিয়ে বিয়ে করে আপাততঃ শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করছে তাদেরও উপত্যকায় ফেরৎ পাঠানোর জীবনযাপন কাজ শুরু হচ্ছে। ২০০৭-এ ভারত সরকার এদের দেশে ফিরে আসার জন্য এক পরিকাঠামো তৈরী করেছিলেন। তাতে সাড়া দিয়ে মাত্র ১৫০ জন ফিরে এসেছিলেন। তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হবে বলে জানা গেছে।

এদেশে কোনো সমস্যা হলে তা সমাধানের আগেই বিশেষজ্ঞরা এত প্রকাশ্যে মতপ্রকাশ করতে শুরু করেন তা সমস্যা সৃষ্টিকারীদের সতর্ক করে দেয়। মাওবাদীদের বিরুদ্ধে যৌথ বাহিনীর অভিযানও এ দেশের গণমাধ্যম সরাসরি সম্প্রচার করার চেষ্টা করে। আর মাওবাদীরা তা দেখে গা ঢাকা দেয়। সরাসরি সম্প্রচার না করতে দিলে আবার সমালোচনা হয়। বুদ্ধিজীবীরা তা নিয়ে মতামত দেন। কাশ্মীর নিয়ে সমস্যা তৈরী হচ্ছে নতুন করে। এবারে বোধহয় এ নিয়ে চর্চা শুরু হতে চলেছে। আর এই নিয়ে চর্চার অবসরে উগ্রপন্থীরা নিজেদের ঘর গুছিয়ে নেবে।

তড়িদাহত হয়ে ছাত্রের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির মনিগ্রাম হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ছোটন ফুলমালী (১৪) গত ২২ আগষ্ট অনেক রাতে তড়িদাহত হয়ে মারা যায়। জানা যায়, ফ্যানের তার কোন কারণে ছিঁড়ে গেলে ছোটন ঘুম ঘুম চোখে সুইচ বন্ধ না করে ফ্যানের তার জুড়তে গেলে তড়িদাহত হয়ে মারা যায়। পরদিন ছোটনের অকস্মিক মৃত্যুতে ছাত্রমহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। স্কুল বন্ধ হয়ে যায়।

পুলিশের চাপে কংগ্রেস নেতা মহিলার টাকা ফেরৎ দিলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির মনিগ্রামের কংগ্রেস নেতা উত্তম ঘোষ 'আশা' প্রকল্পে চাকরি দেবার প্রলোভন দেখিয়ে ঐ গ্রামের জনৈকা দুঃস্থা মহিলা অপর্ণা ভকতের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নেন। এরপর অপর্ণা চাকরিও পান না, তাঁর দেয়া টাকাও ফেরৎ পান না। শেষে নিরুপায় হয়ে গ্রামের দু'একজনের সহযোগিতায় অপর্ণা ভকত সাগরদীঘি থানায় গিয়ে আই.সি.-র কাছে তার অভিযোগ জানান। আই.সি দীপক দাস অপর্ণার অভিযোগের সত্যতা উপলব্ধি করে উত্তম ঘোষকে জরুরী ভিত্তিতে অপর্ণার টাকা ফেরৎ দিতে চাপ দেন। শেষে বেগতিক পরিস্থিতিতে পাঁচ হাজার টাকা ফেরৎ দিতে বাধ্য হন উত্তম।

বাড়ী বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে রাস্তার ওপর নতুন বাড়ী বিক্রী আছে।

যোগাযোগ–৯৭৩২৭৪২৪৯৭

রাজা আসে রাজা যায়, শুধু পতাকার

(১ম পাতার পর)

করছেন। কিন্তু জীবনযাত্রার মান থেকে এলাকার পরিকাঠামো যে তিমিরে ছিল সেখানেই আছে। বার্দ্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, ইন্দিরা আবাসন যোজনার টাকা ইত্যাদি কংগ্রেস যেমন নিজেদের লোকদের পাইয়ে দিয়ে স্বজন পোষণ করেছে তেমনি বর্ত্তমানে বামফ্রন্ট বোর্ডও একই পথ অনুসরণ করে চলেছে। নামেই একশো দিনের কাজ। বছরে সে কাজ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সব থেকে দুঃখজনক অবস্থায় রয়েছে এই কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়েত।

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা

❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়

SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

NATIONAL AWARD WINNER 2008

Coolfi ICE CREAM

AN ISO 9001-2000

ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –

গোবিন্দ গাম্ভিরা

মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।